যুগান্তর
তারিখ 16 OCT 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

শিক্ষায় বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ

দেশে বিগত ১০০ বছরের উচ্চশিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান আশাব্যঞ্জক নয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে মূল ভূমিকা শিক্ষাদানের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, বলতে গেলে তার কিছুই এ পর্যন্ত হয়নি। এর কারণ অনুসন্ধান করে প্রবীণ অধ্যাপক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবাই এক বাক্যে যে কথাটি বলে থাকেন তা হল, অর্থের অভাবে মানসম্মত গবেষণা হচ্ছে না। আবার এমন সমালোচনাও শোনা যায়, গবেষণা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ আছে তারও যথার্থ ব্যবহার হয় না অধ্যাপকদের ইতিবাচক মানসিকতার অভাবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার তুলনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা বেশি থাকায় শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণায় মনোনিবেশ না করে মাস শেষে বেতনের অপেক্ষায় বসে থাকেন। এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

বিশ্বের নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বিশ্বমানে উপনীত হওয়া বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই বেসরকারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকায় মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার। তার মধ্যে বিশ্বমানের সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে অন্তত ২৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগই বেসরকারি। কানাডায় প্রায় ৭০টি বিশ্বমানের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও গবেষণার দিক থেকে আমেরিকার তুলনায় এগুলো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত, যে কোন দেশেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা বাবদ অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ সীমিত থাকে।

বর্তমান বাস্তবতায় 'এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি' এখন আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার [illegible]

পক্ষে যার জোগান দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া শত কোটি টাকা বেসরকারি শিক্ষাখা বিনিয়োগ করার মতো কোন উদ্যোক্তাও দে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এজন্য বিদে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা প্রয়োজ সরকারের উচ্চশিক্ষা খাতকে এডুকে সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা না (পর্যন্ত বিদেশী বিনিয়োগকারীরা উচ্চশিক্ষা খা বিনিয়োগে উৎসাহী হবে না। অন্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে তুলনা করে বলা য বাংলাদেশে বেশকিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধ পরিবেশ বিরাজমান। যেমন ঘনবসতি, শিক্ষ হারের স্বল্পতা, ব্যক্তি ও জাতীয় আয়, উন্ন প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অভাব, ব্যবসা-বাণি সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা, সংকুচিত আন্তর্জাতি বাণিজ্য ও রফতানি খাত, দুর্বল ব্যবস্থাপনা অদক্ষতাজনিত কারণে কঠোর পরিশ্রমী হও পরিবেশের অভাব, দরিদ্র, অক্ষম ও পুষ্টিহ লোকের সংখ্যা বেশি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থে বেরিয়ে আসতে ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যো প্রয়োজন। চরম দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে দেশ মুক্ত করার জন্য শিক্ষা ও মানসম্পন্ন গবেষণ বিকল্প নেই।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্ত বিদেশী বিনিয়োগ সম্ভব নয়। কারণ এ প্রতিষ্ঠানে ধনী ও গরিব ছাত্রদের সমভা বিনাবেতনে পড়ানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠা বিদেশী বিনিয়োগের কথা এ মুহূর্তে ভ কঠিন। তাই বর্তমানে প্রয়োজন মানসম্পন্ন বি বেসরকারি স্কুল-কলেজের সঙ্গে বেসরকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এডুকেশন সার্ভিসে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেয়া, যাতে করে শি খাতে বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ ও পরিবে সৃষ্টি হয়।

ড. এম আজিজুর রহমান

[illegible]